

টাকা থাকলে মাস্টার্স পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করতাম : প্রধানমন্ত্রী

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'আমার হাতে টাকা থাকলে মাস্টার্স পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করে দিতাম। আমায় ভাওফিক দিলে এটা আমরা করব। এটা অবৈতনিক নয় এটা বিনিয়োগ।'

শনিবার দুপুরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজার কমপ্লেক্সে ঢাকার গোপালগঞ্জ সমিতি আয়োজিত বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে ২০১২ সালের এসএসসি, এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জিপিএ-৫ প্রাপ্ত মেধাধী ছাত্রছাত্রীদের হাতে পদক ও শিকার্তি তুলে দেন তিনি।

জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, টুঙ্গিপাড়ার এ পবিত্র স্মৃতিতেই জাতির জনক হয়ে আছেন। তার 'বপকো' বাস্তবায়ন করতে হবে শিকার

মাধ্যমে। তার সরকার সব সময় শিকার প্রতি নজর দিয়েছে। তারা দ্রাক্ষরতার স্বর বাড়িয়েছেন। পানের হার বেড়ে গেছে। মেয়েরা ভালো করছে। তারা মনে করেন এটা মেবে মেয়েরা আরো ভালো করবে। শিক্ষাই একমাত্র সুশ্রুদ যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

প্রত্যেকটি উপজেলায় মডেল স্কুল চালু করতে যাচ্ছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সরকারি করা হয়েছে। ১ হাজার ৬০০ প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। ভোকেশনাল ট্রেনিং চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ৩০৬টি উপজেলায় কম্পিউটার ল্যাব চালু করেছেন। বিভিন্ন এলাকায় নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় চালু করেছি। প্রতিটি এলাকাকে সুনির্দিষ্টভাবে এগিয়ে নিতে চান। যা যা উৎপাদন বাড়িয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এ সময় অন্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

প্রধানমন্ত্রীর টাকা

(শেখ পৃষ্ঠার পর)

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মন্বীউদ্দীন খান আলমগীর, বিমানমন্ত্রী ফারুক খান, প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ড. সৈয়দ মোদায়েস আলী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আডভোকেট শামসুল হক টুকু, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য শেখ ফজলুল করীম সেলিম উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে ঢাকার তেজগাঁও বিমান বন্দর থেকে টুঙ্গিপাড়ার উদ্দেশে রওনা হন। সকাল সাড়ে ১০টায় তিনি টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, ফাতেহা পাঠ ও মোনাজাতে অংশ নেন।

দুপুরে তিনি বঙ্গবন্ধুর মাজার কমপ্লেক্সে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের টুঙ্গিপাড়া শাখা উদ্বোধন ও কেটালীপাড়া উপজেলার ভান্ডারহাট ও রাধাগঞ্জ মাজারে অগ্নিক্রান্তে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে চেক বিতরণ করেন।

এছাড়া বিকাল ৩টায় গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমি ভবন ও নির্মাণাধীন ভৌত অবকাঠামোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও মতবিনিময়, হাটুন বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশনের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক অফিসের কার্যক্রম উদ্বোধন ও গোপালগঞ্জ জাতীয় মহিলা সংস্থার কমপ্লেক্স ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

এছাড়া বিকাল ৪টায় গোপালগঞ্জ শহরের ঘোষেরচরে নবনির্মিত আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবনের উদ্বোধন করেন। বিকাল ৪টা ২৫ মিনিটে গোপালগঞ্জ থেকে হেলিকপ্টারে ঢাকার উদ্দেশে গোপালগঞ্জ ত্যাগ করেন তিনি।